আমাদের গণমাধ্যম

একনজরে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া

এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড (ইএমএল) ২০২১ সালে প্রতিষ্ঠিত সামাজিকভাবে প্রতিশ্রুতিশীল একটি কমিউনিটিভিত্তিক ডিজিটাল মিডিয়া মার্কেটিং কোম্পানি। এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শ্রোতা ও দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী মার্কেটিং ও ডিজিটাল মিডিয়া কন্টেন্ট তৈরি করে। ইএমএলের উদ্দেশ্য অতিপ্রচলিত কন্টেন্টের পরিবর্তে টেকসই ও উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে দর্শক-শ্রোতাদের কাছে দেশাত্মবোধক কন্টেন্ট তুলে ধরা। এর লক্ষ্য হচ্ছে একটি শক্তিশালী ও টেকসই ব্র্যান্ড তৈরি করা। নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনগণকে দেশাত্মবোধক চেতনায় সম্পৃক্ত করার মূল্যবোধ লালন করে এনিগমা। এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে গবেষণা, পরামর্শ, বিষয়বস্তু (content) উন্নয়ন, ডিজিটাল কমিউনিটি মার্কেটিং, কমিউনিকেশন্স, টিভি সফটওয়্যার নির্মাণ, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট (এসএমএম), এডভোকেসি ইত্যাদি।

এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড ইতোমধ্যে বেশকিছু অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার করেছে। এর মধ্যে 'আজ গানের দিন', টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২২ উপলক্ষে 'টি-টোয়েন্টি ক্যামিও', 'আমাদের রইমেলা' উল্লেখযোগ্য। একইসঙ্গে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী স্মরণে 'হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু' নামে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার করে ইএমএল।

আমাদের পথচলা

এ ছাড়া বাবা দিবস, বিজয় দিবস, অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, জাতীয় পতাকা দিবস সহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে নিজেদের ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইটে স্ট্যাটাসভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করে এনিগমা। বর্তমানে পবিত্র রমজান মাস নিয়ে 'খোশ-আমদেদ মাহে রমজান' ও 'বরকতময় সেহেরি' নামে অনুষ্ঠান চলমান। শিগগিরই ভ্রমণ নিয়ে 'শুভযাত্রা', ক্রীড়াজগত নিয়ে 'চৌকস', স্টক মার্কেট নিয়ে 'সার্চ ইঞ্জিন' অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। এসব অনুষ্ঠান এনিগমা টিভির ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইটে প্রচার করা হবে।

আমাদের বইমেলা

অমর একুশে বইমেলায় পাঠকের একাংশ

রক্ত আর অশ্রুর বিনিময়ে অর্জিত রাষ্ট্রভাষা বাংলার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে প্রতিবছর 'অমর একুশে বইমেলা' মেলার আয়োজন করে বাংলা একাডেমি। অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ উপলক্ষে 'আমাদের বইমেলা' নামে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান নির্মাণ করে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড। মেলা প্রাঙ্গণ, বইয়ের আড়ালে,পাঠকের কথা, লেখকের ভাবনা, প্রকাশকের কথা, মেলার খবরাখবর–এ কয়টি অংশে সাজানো মাসব্যাপী অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন রাতে এনিগমা টিভির ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানলে প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রতিদিন মেলা প্রাঙ্গণের খবরা-খবরের সঙ্গে লেখক-পাঠক এবং প্রকাশকের ভাবনা তুলে ধরা হয়।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্বে ভাষা শহীদ, পয়লা ফাল্গুন, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এবং অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস নিয়ে ছিল বিশেষ আয়োজন।এক-টি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যেমন নানামাত্রিক পরিচর্যায় পূর্ণতা পায় একজন মানুষরূপে, তেমনি একটি বই পাঠকের হাতে যাওয়া পর্যন্ত ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে হয় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় 'আমাদের বইমেলা' অনুষ্ঠানে।

একইসঙ্গে অমর একুশে বইমেলার কাছে পাঠক, লেখক, প্রকাশকের প্রত্যাশা; তাদের ভূমিকা ও করণীয় প্রভৃতি বিষয়ের খুঁটিনাটি তুলে আনার চেষ্টা করা হয় 'আমাদের বইমেলা'র মাধ্যমে।

আজ গানের দিন

এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেডের উল্লেখযোগ্য একটি উদ্যোগ হলো–'আজ গানের দিন'। বাংলা গানের ইতিহাসের উত্তরাধিকার হওয়ার অভিপ্রায় থেকে 'আজ গানের দিন' অনুষ্ঠান নির্মাণ করে এনিগমা মাল্টিমিডিয়া লিমিটেড। ব্যতিক্রমধর্মী ও সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের সঙ্গীতানুষ্ঠান 'আজ গানের দিন'-এর সম্প্রচার শুরু হয় ২০২২ সালের ১৭ জুলাই। প্রথম সিজনে গত ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত ২৮টি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য তরুণ ও উদীয়মান শিল্পীদের দ্বারা পৃথিবীজুড়ে বাংলা গানের শ্রোতাদের সঙ্গীত পিপাসা মেটানো এবং বিশ্বব্যাপী বাঙালির অপরিমেয় এ সম্পদের প্রচার ও প্রসার ঘটানো। অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পর উল্লেখযোগ্য সাড়াও মেলে দর্শকদের পক্ষ থেকে। প্রতিটি পর্বে দেশের গান, লোকসঙ্গীত, আধুনিক, সিনেমার গানসহ শ্রোতাপ্রিয় বিভিন্ন ধরনের আটটি গান পরিবেশন করেন শিল্পীরা। এনিগমার ইউটিউব, ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় আজ গানের দিনের প্রতিটি পর্ব।

জোনাকি জ্যোতির অনবদ্য উপস্থাপনায় আজ গানের দিনে গেয়েছেন ২৮ জন শিল্পী, যাদের বেশির ভাগই তরুণ ও উদীয়মান। সংবাদ মাধ্যমেও ব্যাপক প্রচার পেয়েছে 'আজ গানের দিন'। রাজধানীর প্রথম সারির বেশ কিছু গণমাধ্যমসহ প্রায় ৩০টি গণমাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এর মাধ্যমে অসংখ্য দর্শকের সঙ্গে উদীয়মান ২৮ জন শিল্পীর সম্পর্কের সেতুবন্ধন গড়ে দিয়েছে এনিগমা।

এনিগমা স্টুডিও-তে 'আজ গানের দিন'-এর লাইভ অনুষ্ঠান

আমাদের গণমাধ্যম

ঐতিহাসিক ঘটনাবহুল মার্চে এনিগমার যত আয়োজন

অনেকগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস রয়েছে মার্চ মাস ঘিরে। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ১৯৭১ সালের ২ মার্চ। এর একদিন পরই 'জাতির পিতা' উপাধি দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির উদ্দেশে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু। জাতির পিতার জন্মদিনও এ মাসেই, ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ। একইসঙ্গে দিনটি জাতীয় শিশু দিবস। জাতীয় গণহত্যা দিবস ২৫ মার্চ। ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। আর ৩ মার্চ 'বন্যপ্রাণী দিবস', ২১ মার্চ 'বিশ্ব পানি দিবস' ও ২৭ মার্চ আন্তর্জাতিক থিয়েটার দিবস পালন করা হয়। নিজস্ব ফেসবুক পেজ, ইউটিউব চ্যানেল ও ওয়েবসাইটে পোস্ট ও স্ট্যাটাস দিয়ে এসব ঐতিহাসিক দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে এনিগমা।

গ্লিঝরা মার্চ ও আমাদের স্বাধীনতা

মার্চ মাস এবং বাঙালির স্বাধীনতা যুদ্ধ- একটি অপরটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। দীর্ঘ নয় মাসব্যাপী বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের বীজ রোপিত হয়েছিল এই মার্চে। পশ্চিম পকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ২৩ বছরের শোষণ থেকে মুক্তি এবং একটি নতুন দেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭১ সালের মার্চের প্রতিটি দিন ছিল অতিগুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত, ৭ মার্চের ভাষণ, কালরাত্রি এবং চূড়ান্ত স্বাধীনতার ঘোষণা আসে এ মার্চে। মূলত মার্চের ১ তারিখে ইয়াহিয়া জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার পরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের সুর বেজে ওঠে। ২ মার্চ থেকে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন এবং এদিনই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

> 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ এর ভাষণ এখন ইউনেস্কোর 'মেমরি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এর অন্তর্ভুক্ত'

এরপর ৩ মার্চ পল্টনে অনুষ্ঠিত হয় বিশাল জনসভা। ওই সভায় বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' উপাধি প্রদান করা হয়। এরপর ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় স্মরণকালের বিশাল জনসভা। বঙ্গবন্ধুর ১৮ মিনিটের ভাষণ প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে দেয়। সেদিন স্বাধীনতাকামী মানুষের জাগরণ ভাবিয়ে তোলে পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের। লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধুর তেজোদীপ্ত ঘোষণায় বাঙালি জাতি পেয়ে যায় স্বাধীনতার দিকনির্দেশনা। নড়েচড়ে বসে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। বিশ্ববাসীকেও ভাবিয়ে তোলে বঙ্গবন্ধুর পরিকল্পনা নিয়ে। একদিকে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ মিছিল চলে; অন্যদিকে ভীত পাকিস্তানি জান্তা সরকার কারফিউ জারিসহ আন্দোলনকারীদের বিভিন্নভাবে বাধা দিতে থাকে। নিরস্ত্র করতে থাকে বাঙালি সেনা অফিসারদের। সেনানিবাসে চলে নীরব বিক্ষোভ। বঙ্গবন্ধু আহূত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৩ মার্চ মার্শাল ল' জারি, ১৪ মার্চ ভুট্টোর দুই পাকিস্তানের নেতার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফর্মুলা, ১৫ মার্চ ইয়াহিয়ার আগমন এবং ১৬ থেকে ২০ মার্চ চলে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক। ১৬ মার্চ গাড়িতে কালো পতাকা নিয়ে ৩২ নম্বর থেকে প্রেসিডেন্ট ভবনে বৈঠকে যোগ দিতে যান বঙ্গবন্ধু। পাকিস্তানের ২৩ বছরের ইতিহাসে এদিনই প্রথম কালো পতাকা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন তিনি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, ব্যর্থ হয় বৈঠক। পুনরায় ২২ মার্চ বৈঠকে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশে ঘোষণা করবেন বলে টালবাহানা করলেও অধিবেশন স্থগিত করেন। এতে বিক্ষুব্ধ জনতা ২৩ মার্চ দেশব্যাপী প্রতিরোধ দিবস পালন করে। কিন্তু কুচক্রী পাকিস্তানি সরকার নীরবে ভয়ানক পরিকল্পনা করে। গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন পশ্চিমের নেতারা। 'অপারেশন সার্চলাইট' এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের নীল নকশা আঁকে পাকিস্তানিরা। ২৫ মার্চ গভীর রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনী। এতে ক্ষুব্ধ বাঙালি নেয় স্বাধীনতার শপথ। শুরু হয় মুক্তির লড়াই। অসম সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। ২৬ মার্চ রাতে গ্রেফতারের পূর্বমুহূর্তে স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। পরদিন ২৭ মার্চ বেতারে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং বঙ্গবন্ধু গ্রেফতারের সংবাদ প্রচার করা হলে সমগ্র বাঙালি কাঁধে তুলে নেয় অস্ত্র, ঝাঁপিয়ে পরে স্বাধীনতা সংগ্রামে। জাতির পিতার মুক্তি এবং স্বাধীন দেশের প্রত্যয়ে চলতে থাকে দীর্ঘ নয় মাসের সংগ্রাম। নানা ত্যাগ-তিতীক্ষার বিনিময়ে ১৬ই ডিসেম্বর আসে কাঙ্ক্ষিত বিজয়। বাঙালি পায় একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড। বাংলার আকাশে ওড়ে লাল-সবুজের পতাকা।